কর্ম জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কর্মমুখী বৃত্তিমূলক কোর্সই একমাত্র পথ

অধ্যাপক ড. অনির্বাণ ঘোষ
ডিরেক্টর, স্কুল অফ ভোকেশনাল স্টাডিজ, ডিরেক্টর, সেন্টার ফর ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা ভোকেশনাল এডুকেশনর কোনো বিকল্প হয় না। আমরা সকলেই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পেতে চাই, তার সঙ্গে যদি কোনো কর্মমুখী বা বৃত্তিমূলক কোর্স করা থাকে তবে কর্মজগতে প্রবেশের সময়ে অন্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে থাকা যায়। সেখেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ট্রেডে ৬ মাস বা ১ বছরের কোর্স করা থাকলে নিয়োগকারীর চোখে পড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা মানে যেখানে নলেজ এবং ট্রেনিংয়ের মেলবন্ধন ঘটে। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা আহরণ করে যারা কাজের খোঁজ করছেন তাদের কাছে হাতে-কলমে কাজের কোনো ধারণা না থাকায় কাজের সুযোগ কম থাকে। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মমুখী বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক কোর্স চালু রয়েছে। এই রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টারগুলি ছড়ানো আছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ট্রেডগুলি হল টেলারিং অ্যান্ড ড্রেস ডিজাইনং কোর্স, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স এডুকেশন-মন্তেসরি, যোগা ও নেচারোপ্যাথি সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং কোর্স। কারণ এখন তো পরিষেবা প্রদানের যুগ, তাই শিল্প ভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে আমাদের পরিষেবা দিতে হবে। এই পরিষেবা বা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কোর্সগুলি তাই খুবই জনপ্রিয়। এই ট্রেডগুলিতে যদি নিষ্ঠাভাবে কোর্স শেষ করা যায় তাহলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন মানুষের কাজের সুযোগ করে দিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোর্সগুলি সবই শর্ট টার্ম কোর্স যাতে সবাই এই ধরনের কোর্স করতে পারে। অতিমারির সময়েও অনলাইনে কোর্সগুলি চালু ছিল। আমরা ব্লেন্ডেড মেথডে কোর্সগুলির ডিজাইন করেছি যাতে থিয়োরিটিক্যাল ক্লাসগুলি অনলাইনে ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলি সেন্টারে এসে করা যায়। 'করোনা' পরিস্থিতিতে জব মার্কেট ও জব প্রোফাইল বদলে যাচ্ছে। এখন সবকিছুই ডিজিটালই হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে খাবার কেনা বিল পেমেন্ট বা পড়াশুনা — সবকিছুই হচ্ছে অনলাইনে। এইসব পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখেই এখন জব প্রোফাইল তৈরি হয়। যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং, ওয়েব ডিজাইন এইসব কাজ বাড়িতে বসেই করা যায়। জিএসটি, ইনকাম ট্যাক্স এগুলি যদি ভালোভাবে সেখা যায় তবে কাজের কোনো অভাব হবে না। ২০২২ সালে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রজন্ত জয়ন্তী বর্ষ। রজত জয়ন্তী বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় প্রাপ্তি হল এনএসওইউ-কে ন্যাক 'এ' গ্রেড স্বীকৃতি দিয়েছে। এই প্রথম রাজ্যস্তরের কোনো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যা ন্যাক স্বীকৃত 'এ' গ্রেড পেয়েছে। অতিমারির সময়েও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। আমরা আমাদের আইটি ক্ষেত্রকে আরো মজবুত করেছি যার ফলে অনলাইন লাইভ ক্লাস ও রেকর্ডেড ক্লাসের মাধ্যমে পড়াশুনা চালু ছিল। বিষয়ের গভীরে গিয়ে পড়াশুনো করলে কাজের জায়গায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোজগারের সুযোগ রয়েছে।